বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা একান্ত জরুরী : দেবযানী

সাক্ষাতকারটি নিয়েছেন শর্মিলা চন্দ্র

বয়স এখন ৫০ ছাড়িয়েছে। কিন্তু, এখনও অতীতের কথা ভাবলে রাগও যেমন হয়, তেমনই নিজের লড়াইয়ে করে ঘুরে দাঁড়ানোর কথা ভাবলে তপ্ত হন। দেবযানী ঘোষের কথা জানলে বোধহয় বলতেই হবে একেই বলে লড়াই করে সমাজে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকা। শুধু সমাজ বললে ভুল হবে, নিজের পরিবারের লোকজনকে, কাছের মানুষদেরও বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনিও পারেন। থ্যালাসেমিয়া তাঁর জীবনকে থামিয়ে দিতে পারেনি। পারবেই বা কি করে যার মনের জোড় অসীম তাঁকে বোধহয় এগিয়ে চলতে কেউ আটকাতে পারে না।

জন্মের থেকেই অসুস্থ ছিলেন। জ্বর, বমি সব কোনও কিছুই বাদ যেত না। অন্যদের থেকে বেশিই বলে ভুল হবে না। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় খাতার উপর বমি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেও তিনি থেমে থাকেননি। নতুন খাতা নিয়ে আবারও পরীক্ষা দিয়েছেন। এতটা জানা পর নিশ্চয় মনে স্বাভাবিক কারণেই মনে প্রশ্ন আসতে পারে ছোট থেকে কি কোনও রকম চিকিত্সাই হয়নি তাঁর? হয়েছে। বাবা ছিলেন পেশায় চিকিত্সক। স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ। বাবা চিকিত্সক হওয়ার সুবাদে মেয়ের চিকিত্সা তিনি নিজেই করেছিলেন। এবার প্রশ্ন আসতে পারে বাবা কি বুঝতে পারেননি? পাঁচ বছর বয়সেই বাবা বুঝেছিলেন মেয়ে থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত কিন্তু সমাজের ভয় কাউকে জানাতে চাননি। শুধুমাত্র বাবা-মা দু জানতেন মেয়ের এই অসুস্থতার কথা। শিক্ষিত বাবা-মায়ের এই ধরণের মানসিকতা বোধহয় আশা করা যায় না।

বাবা-মা জানার পর থেকে বোধহয় অপেক্ষা করছিলেন মেয়ের বিয়ের বয়স কবে হবে? এবং পাত্রস্থ করে নিজেরা রেহাই পাবেন। আর সেই কারণেই ১৯ বছর বয়সে মেসে গ্র্যাজুয়েশন করার পরই পেশায় কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়র পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন। স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির সকলের কাছে মেয়ের অসুস্থতার কথা গোপন করেন। বিয়ের পর প্রথমবার মা হতে ব্যর্থ হন তিনি। শিশুটি জন্মানোর আগেই মারা যায়। এরপর দ্বিতীয়বার মা হওয়ার স্বাদ পেলেও শিশুটি জন্মানোর দু মধ্যেই মারা যায়। তখন জানা গিয়েছিল রক্তে হিমোগ্লোবিন কম আছে। ক্রমশই ভেঙ্গে পড়ছিলেন দেবযানী। অন্যদিকে শ্বশুরবাড়িতেও জুটছিল

গঞ্জনা। এই সময় দেবযানী দেবী নিজেও ভাবলেন একজন মেয়ে পরিপূর্ণতা পায় মা হওয়ার পর। তাই আবারও তিনি সন্তান নেওয়ার কথা ভাবেন। তখন তাঁর চিকিত্সার দায়িত্ব নেন বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী। হিমোগ্লোবিন কম থাকার কারণে তাঁকে আয়রন ইনজেকশন দেওয়া হয়। কিন্তু, হিমোগ্লোবিন না বেড়ে উল্টে আরও কমতে থাকে। তখনই মেডিকল বোর্ড বসিয়ে পরীক্ষা করার পর জানা যায় দেবযানী দেবী থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত। আর যেই রোগটা জন্মের পর থেকে তাঁর শরীরে একটু একটু করে বাসা বাঁধছে সেই রোগটার কথা তিনি নিজে জানতে পারলেন ৩০ বছর বয়সে গিয়ে। আর তারপর থেকেই বারবার তাঁর মনে হয় যদি বাবা-মা সেই সময় থেকে রোগটা চেপে না রেখে সঠিক চিকিত্সা শুরু করতেন, তাহলে আজ তাঁর জীবনটা অন্য রকম হত।

এরপর চিকিত্সকের পরামর্শে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু নিজের স্বামী, শ্বশুরবাড়ি সব জায়গা থেকে তিনি চিকিত্সার ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়েছিলেন। আর বাবা-মা তো অনেকদিন আগেই সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। তাই নিজের চিকিত্সার খরচ নিজে জোগাড় করার জন্য স্বামীর ব্যবসায় তাঁকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেন। এই ভাবে একটু একটু করে টাকা সঞ্চয় করে নিজের চিকিত্সা করান এবং নিজের একটা ব্যবসা শুরু করেন। বিভিন্ন কলকারাখানর শ্রমিকদের হ্যান্ডগ্লাভস, হেলমেট তৈরি করার শুরু করেন। এই ভাবেই একটু একটু করে ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। প্রমাণ করে দিয়েছেন থ্যালাসেমিয়ার মত রোগকেও জয় করে স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকা যায়।

আর অন্যান্য থ্যালাসেমিয়া রোগিদের জন্য তাঁর বার্তা থ্যলাসেমিয়া হলে পিছিয়ে না গিয়ে প্রথম থেকে চিকিত্সা শুরু করে দিতে হবে। আর এই রোগ মোকাবিলা করার জন্য সবথেকে বেশি প্রয়োজন মনোবল। থ্যালাসেমিয়া হয়েছে জানলে সব কিছু ছেড়ে দিলে চলবে না। সুস্থ হয়ে আর পাঁচজনের মতো করে বাঁচার মনোবল রাখতে হবে। সঙ্গে বিয়ের আগে সমস্ত ছেলে-মেয়েকে রক্ত পরীক্ষার জন্য উদার মনে এগিয়ে আসার পরামর্শ দিয়েছেন দেবযানী ঘোষ।

দেবযানী ঘোষ (9831408834)